

একটি ভুল সংশোধন
[এক গলতি কা ইয়ালা]

মূল :

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)

বঙ্গানুবাদ :

মৌলভী মোহাম্মদ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم

একটি ভুল সংশোধন

[এক গলতি কা ইয়ালা]

আমার জামাতের কিছুলোক, যারা আমার পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পড়ার সুযোগ পায় নি এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ পূর্ণভাবে অবগত হবার জন্য যথেষ্ট সময় আমার সাহচর্যে থাকে নি, তারা আমার দাবী ও প্রমাণ সম্বন্ধে জানার স্বল্পতাবশতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি শুনে যে উত্তর দিয়ে বসেন, তা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে সত্য পথে থেকেও তাদেরকে লজ্জা পেতে হয়। কয়েকদিন হ'ল, এরূপ এক ব্যক্তির নিকটে কোন বিরুদ্ধবাদী আপত্তি জানায় যে, তুমি যার নিকট বয়াত (শিষ্যত্ব গ্রহণ) করেছো, তিনি নবী ও রসূল হবার দাবী করেছেন। এর উত্তর শুধু অস্বীকার জ্ঞাপক শব্দে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরূপ উত্তর সঠিক নয়। সত্য কথা এই যে, আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্র পবিত্র ওহী (বাণী)-সমূহে নবী, রসূল ও মুরসাল শ্রেণীর শব্দ একবার দু'বার নয়, শত শত বার বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর (আমার) ওহীতে এসব নেই, তা বলা কীরূপে সত্য হতে পারে? পরন্তু পূর্বের তুলনায় এসব শব্দ আরও স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাইশ বছর পূর্বে লিখিত আমার 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামক পুস্তকেও এসব শব্দের ব্যবহার কিছু কম হয় নি। এ পুস্তকে প্রকাশিত আল্লাহ্র ওহীগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে -

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله-

“হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহ্ বিলহুদা ওয়া দীনিল হাক্কে লিইউযহিরাহ্ আলাদীনে কুল্লিহি” - (বারাহীনে আহমদীয়া, ৪৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এতে স্পষ্টভাবে আমাকে রসূল বলা হয়েছে। আবার, এরপর এ পুস্তকেই আমার সম্বন্ধে আল্লাহ্র এ ওহী আছে -

جری اللہ فی حلل الانبیاء

“জারিউল্লাহে ফি হুলালিল আযিয়া” অর্থাৎ - নবীগণের পোষাকে আল্লাহর রসূল। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আবার এ পুস্তকেই উক্ত ওহীর সাথে আল্লাহর এ ওহী আছে -

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم

“মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহে ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফ্ফারে রুহামাউ বাইনাহুম।” এ ঐশী বাণীতে আমার নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছে এবং রসূলও। এ পুস্তকের ৫৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আর একটি ওহী এই,

دنیا میں ایک نذیر آیا-

“দুনিয়া মে এক নবীর আয়া” অর্থাৎ পৃথিবীতে একজন ‘নবীর’ (সতর্ককারী) এসেছেন। এ ওহীটির আর এক বর্ণনা আছে।

دنیا میں ایک نبی آیا-

“দুনিয়া মে এক নবী আয়া” অর্থাৎ- পৃথিবীতে একজন নবী এসেছেন। এরূপে বারাহীনে আহমদীয়ায় আরও বহু স্থানে আমাকে রসূল বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, আঁ হযরত (সঃ) যখন খাতামান্নাবীঈন তখন তাঁর পরে কীভাবে নবী আসতে পারেন? এর উত্তর এই যে, ঠিক সেভাবে কোন নতুন বা পুরাতন নবী নিশ্চয়ই আসতে পারেন না, যেভাবে আপনারা মনে করেন যে, শেষ যুগে ঈসা আলায়হেস্ সালাম নেমে আসবেন এবং তখনও তিনি নবী থাকবেন, চল্লিশ বছর ধরে তাঁর প্রতি নবুওয়তের ওহী হতে থাকবে এবং তাঁর দ্বিতীয় নবুওয়তকাল আঁ হযরত (সঃ)-এর নবুওয়তকাল হতেও দীর্ঘতর হবে। এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা নিশ্চয়ই পাপ। কুরআনের আয়াত -

ولكن رسول الله وخاتم النبيين

(ওয়ালাকির রসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবীঈন) এবং হাদীস (লা নাবীয়া বা’দী), উক্ত আকীদাকে সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত করছে এবং আমরা এরূপ আকীদার ঘোর বিরোধী। উক্ত আয়াতের উপর আমরা পূর্ণ ও সত্যিকার বিশ্বাস রাখি।

এ আয়াতে আল্লাহুতাআলা এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা তা অবগত নয়। আল্লাহুতাআলা এ আয়াতে জানিয়েছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর পর কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পথ রুদ্ধ করা হয়েছে এবং এটা সম্ভব নয় যে, এরপর কোন হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান বা কোন নামধারী মুসলমান নিজেকে নবী বলে সাব্যস্ত করে। নবুওয়তের সকল পথ রুদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু একটি পথ সিরাতে সিদ্দীকির(সিদ্দীকিয়তের রাস্তা) খোলা আছে, যাকে 'ফানাফির রসূল' বলে। সুতরাং এ পথ দিয়ে যে ব্যক্তি খোদার নিকটবর্তী হয়, তাকে প্রতিচ্ছায়াক্রমে মুহাম্মদী নবুওয়তের বসনেই ভূষিত করা হয়। এক্ষেপে যিনি নবী হন, তিনি আক্রোশের পাত্র নন। কেননা এটা তাঁর স্বকীয় স্বতন্ত্র নবুওয়ত নয়, পরন্তু তিনি এটা তাঁর নবীর উৎস হতে গ্রহণ করেন, এবং নিজ গৌরবের জন্য নয় বরং তাঁর নবীর গৌরব প্রকাশের জন্য। এ কারণে আকাশে তাঁর নাম মুহাম্মদ (সঃ) ও আহমদ (সঃ)। এর অর্থ এই যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত অবশেষে বুরুযীভাবে হলেও মুহাম্মদ (সঃ)-ই প্রাপ্ত হলে, অন্য কেউ এটা পেল না। অতএব,

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين

আয়াতটির অর্থ হবে এরূপ :

ليس محمد ابا احد من رجال الدنيا ولكن هو اب لرجال الاخرة لانه
خاتم النبيين ولا سبيل الى فيوض الله من غير توسطه

(অর্থাৎ-মুহাম্মদ এই মরলোকবাসীদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; তিনি অমরলোকবাসী পুরুষদের পিতা; কেননা তিনি 'খাতামান্নাবীঈন' তাঁর সূত্র ব্যতীত আল্লাহ্র অনুগ্রহ পাবার আর কোনই পথ নেই।) মোটকথা আমি মুহাম্মদ ও আহমদ(সঃ) হওয়ার কারণে আমার নবুওয়ত ও রেসালত লাভ হয়েছে, স্বকীয়তায় নয়, 'ফানাফির রসূল' হয়ে অর্থাৎ রসূলের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে পেয়েছি। সুতরাং এতে 'খাতামান্নাবীঈনের' অর্থে কোন ব্যতিক্রম ঘটলো না। পক্ষান্তরে ঈসা আলায়হেসসালাম আবার (এ পৃথিবীতে) আসলে (খাতামান্নাবীঈনের অর্থে) নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে, আল্লাহ্ হতে জেনে যিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) সংবাদ জানান, অভিধান অনুসারে তিনি নবী। অতএব যেখানে এ অর্থ বুঝাবে, সেখানে নবী শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হবে। প্রত্যেক নবীর জন্য রসূল হওয়ার শর্ত রয়েছে। কারণ যদি তিনি রসূল না হন, তাহলে নির্মল গায়েবের খবর তিনি পেতে পারেন না।

لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

(অর্থাৎ- আল্লাহতাআলা কাউকেও গায়েবের সংবাদের আধিপত্য দান করেন না, পরন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি রসূল হিসেবে মনোনীত করেন (সূরা জিন্ন:২৭-২৮)।

আয়াতটি এরূপ সংবাদ লাভের পরিপন্থী। যদি আঁ হযরত (সঃ)-এর পর এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে নবীর আগমন অস্বীকার করা যায়, তাহলে ইহা অবশ্যই মানতে হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত। কারণ যাঁর উপর আল্লাহ্র নিকট হতে গায়েবের সংবাদ প্রকাশিত হবে -

لا يظهر على غيبه

আয়াত অনুসারে তাঁর উপর 'নবী' শব্দের মর্ম প্রযুক্ত হবে। এরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহতাআলা কর্তৃক প্রেরিত হবেন, তাঁকে আমরা রসূল বলব। তন্মধ্যে পার্থক্য এই যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত নতুন শরীয়তসহ কোন নবী বা রসূল আসবে না; অথবা কোন ব্যক্তি নবী নাম লাভের অধিকারী হবেন না, যিনি আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসরণ না করেন এবং এমন 'ফানাকির রসূল' অর্থাৎ আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যে বিলীন হয়ে না যান, যার ফলে আকাশে তাঁর নাম মুহাম্মদ (সঃ) রাখা হয়।

ومن ادعى فقد كفر

[এবং যে (স্বতন্ত্রভাবে) দাবী করে সে নিশ্চয়ই কাফির] এর মধ্যে আসল তত্ত্ব এই যে, খাতামান্নাবীঈন শব্দের মর্মানুযায়ী স্বাতন্ত্রের লেশমাত্র বাকী থাকতে কোন ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করলে, সে খাতামান্নাবীঈনের উপরস্থ মোহর ভঙ্গকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ খাতামান্নাবীঈন এর মধ্যে এরূপ বিলীন হয়ে যান যে, তাঁর সাথে একান্ত একীভূত হয়ে এবং স্বীয় স্বাতন্ত্রের পূর্ণ বিলোপ সাধন দ্বারা তাঁরই নাম লাভ করেন এবং পরিণামে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাঁর সত্তায় আঁ হযরত (সঃ)-এর ছবি ফুটে উঠে, তাহলে মোহরকে না ভেঙ্গেই তিনি নবী আখ্যা লাভ করবেন, কারণ

প্রতিচ্ছায়ারূপে তিনি মুহাম্মদ (সঃ)। মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত এ প্রতিবিশ্বিত ব্যক্তির নবী ও রসূলের দাবী সত্ত্বেও সৈয়্যদনা মুহাম্মদ (সঃ)-ই খাতামান্নবীঈন থাকেন। কেননা এ দ্বিতীয় মুহাম্মদ (সঃ) সে প্রথম মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরই প্রতিকৃতি এবং তাঁর নামে আখ্যায়িত। কিন্তু ঈসা (আঃ) স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ফলে খতমে নবুওয়তের মোহর না ভেঙ্গে তিনি আসতে পারেন না।

যদি বুরঞ্জী রঙ্গেও কেউ নবী বা রসূল হতে না পারে তাহলে

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

প্রার্থনার অর্থ কী? *

অতএব স্মরণ রাখতে হবে যে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিবিশ্বরূপে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করি না। এ অর্থেই সহী মুসলিমেরও প্রতিশ্রুত মসীহকে নবী বলা হয়েছে।

* স্মরণ রেখো যে, এ উম্মতের জন্য সেসব অনুগ্রহের ওয়াদা আছে যা অতীতে নবী ও সিদ্দীকগণ পেয়েছিলেন। উক্ত অনুগ্রহরাজীর মধ্যে সেই সকল নবুওয়ত এবং ভবিষ্যতের সংবাদ রয়েছে, যার কারণে অতীত নবীগণ (আঃ) নবী আখ্যা লাভ করেছিলেন। কুরআন শরীফ নবী এবং রসূল ব্যতিরেকে অন্যের উপর গায়েব বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। যেক্ষণ

لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

আয়াত হতে প্রমাণিত হয়। সুতরাং পরিষ্কারভাবে গায়েবের সংবাদ পেতে হলে নবী হওয়া আবশ্যিক।

انعمت عليهم

আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ উম্মত নির্মল গায়েবের সংবাদ হতে বঞ্চিত নয়। উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী পরিষ্কার গায়েবের সংবাদ লাভের জন্য নবুওয়ত ও রেসালতের প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নবুওয়ত প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং মানতে হয় যে, আল্লাহর এই দান পাবার জন্য একমাত্র বুরঞ্জ (আত্মিক বিকাশ), জিল্ল (ছায়া) বা ফানাফির রসূলের পথ খোলা আছে। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করুন।

আল্লাহ্ হতে যিনি গায়েবের সংবাদ পান, তাঁর নাম নবী না হলে কী নামে তাঁকে অভিহিত করা যাবে? যদি বল তাঁকে 'মুহাদ্দাস' বলা উচিত তাহলে আমি বলতে চাই যে, কোন অভিধানেই 'তাহুদীসের' অর্থ গায়েবের সংবাদ দেয়া নয়; কিন্তু নবুওয়তের অর্থ গায়েবের সংবাদ দেয়া। নবী আরবী ও হিব্রু, উভয় ভাষার শব্দ। হিব্রুতে এ শব্দের উচ্চারণ 'নাবী' এবং এটা 'নাবা' ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ আল্লাহ্র নিকট হতে জেনে গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবীর জন্য শরীয়তদাতা হওয়ার শর্ত নেই। নবুওয়ত আল্লাহ্র অপার্থিব দান। এর দ্বারা গায়েবের সংবাদ ব্যক্ত হয়।

সুতরাং আমি যখন আজ পর্যন্ত খোদার নিকট হতে প্রায় দেড়শত ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করে স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখেছি। তখন আমার নবী ও রসূল হওয়া আমি কীভাবে অস্বীকার করতে পারি? যখন স্বয়ং খোদাতাআলা আমাকে নবী ও রসূল আখ্যা দিয়েছেন, তখন আমি কীভাবে এটা প্রত্যাখ্যান করতে পারি এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যকে ভয় করি?

যে খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ; আমি তাঁর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে মসীহ মাওউদরূপে পাঠিয়েছেন। আমি যেভাবে কুরআন শরীফের আয়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি সেরূপ বিন্দুমাত্র পাথর্য না করে আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্র প্রত্যেকটি পরিষ্কার ওহীর উপর ঈমান রাখি। এগুলোর সত্যতা অবিরাম নিদর্শনের দ্বারা আমার নিকট সুপ্রকাশিত হয়েছে। আমি কা'বাগৃহে দাঁড়িয়ে শপথ করতে পারি যে, যেসব পবিত্র ওহী আমার নিকট অবতীর্ণ হয়, এগুলো সে আল্লাহ্র বাণী যিনি হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি আপন বাণী প্রেরণ করেছিলেন। পৃথিবী আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। আকাশও আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই ঘোষণা করেছে আমি আল্লাহ্র খলীফা। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাকে প্রত্যাখ্যান করাও অবধারিত ছিল। যাদের হৃদয়ের উপর পর্দা পড়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করবে না। যেভাবে খোদা তাঁর নবীগণকে সাহায্য করেন, আমি জানি, নিশ্চয়ই তিনি আমাকেও সেভাবে সাহায্য করবেন। আমার বিরুদ্ধে কেউ টিকতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্র সমর্থন তাদের সঙ্গে নেই। যে সব স্থানে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করেছি, সেখানে এ অর্থেই করেছি যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নই এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীও নই। কিন্তু আমি আমার নেতা

রসূলের (সঃ) আত্মিক কল্যাণ লাভ করে এবং তাঁরই নামে আখ্যায়িত হয়ে, তাঁরই মাধ্যমে খোদা হতে আমি গায়েবের জ্ঞান পেয়েছি। এ অর্থে আমি নবী ও রসূল। কিন্তু আমার কোন নতুন শরীয়ত নেই। এরূপে নবী হওয়া আমি কখনও অস্বীকার করি নি। পরন্তু এ অর্থেই আল্লাহ আমাকে নবী ও রসূল বলে সম্বোধন করেছেন। অতএব এখনও আমি এ অর্থে নবী ও রসূল হওয়া অস্বীকার করি না।

আমার একটি উক্তি। এর অর্থ
 من نیستم رسول و نیا ورده ام کتاب
 মাত্র এতটুকু যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নই।

হ্যাঁ, একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে কখনও ভুললে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদাতাআলার তরফ হতে আমাকে জানান হয়েছে যে, আমার প্রতি তাঁর এ করুণা সাক্ষাৎ ভাবে হয় নি। পরন্তু আকাশে এক পবিত্র সত্তা আছেন, যার আত্মিক শক্তি আমার মাঝে ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)। তাঁর মধ্যবর্তিতা বজায় রেখে এবং তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে, তাঁর মুহাম্মদ (সঃ) ও আহমদ (সঃ) নাম লাভ করে আমি রসূল ও নবী অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রেরিত এবং আল্লাহ হতে গায়েবের সংবাদ প্রাপ্ত হই। কারণ আমি প্রতিফলন ও প্রতিবিশ্বন প্রক্রিয়ায় প্রেম দর্পণের মধ্যবর্তিতায় সে নাম পেয়েছি। এরূপে খাতামান্নাবীঈনের মোহর অক্ষুণ্ণ রয়েছে। যদি কেউ আল্লাহর এ ওহীর প্রতি নারাজ হয় যে, কেন খোদাতাআলা আমার নাম নবী ও রসূল রেখেছেন, তাহলে এটা তার মুর্থতা হবে। কারণ আমার নবী ও রসূল হওয়াতে নবুওয়তের মোহর ভঙ্গ হয় না।*

* কতই না সুন্দর কথা যে, এভাবে একদিকে যেমন খাতামান্নাবীঈনের ভবিষ্যদ্বাণীর মোহর ভঙ্গ হল না অপরদিকে তেমনি

لا يظهر على غيبه

আয়াতোল্লেখিত নবুওয়ত বলতে যা বুঝায়, তা হতে উম্মতের সব ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হল না। কিন্তু যে ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত ইসলামের ছয়শ' বছর পূর্বকাল বলে স্বীকৃত, তাঁকে এ পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার নামিয়ে আনলে ইসলামের কিছুই বাকী থাকে না। এতে খাতামান্নাবীঈন আয়াতের স্পষ্ট অস্বীকৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে আমরা প্রতিপক্ষের কেবল গালিই শুনব। অতএব তারা গালি দিতে থাকুক

'وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون'

(অর্থাৎ অত্যাচারীরা অচিরে জানবে, তারা প্রত্যাগমনের কোন স্থানে প্রত্যাগত হবে।)

এ কথা সুস্পষ্ট যে, আমি যেমন নিজের সম্বন্ধে বলি যে, আল্লাহ আমাকে নবী ও রসূল নামে অভিহিত করেছেন, তেমনি আমার বিরুদ্ধবাদীরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্বন্ধে বলে যে, তিনি আমাদের নবী (সঃ)-এর পর পৃথিবীতে দ্বিতীয় বার আগমন করবেন। যেহেতু তিনি নবী, সুতরাং তাঁর পুনরাগমনে, সে আপত্তিই উঠবে, যা আমার বিরুদ্ধে করা হয়। অর্থাৎ খাতামান্নাবীঈনের খাতামিয়াতের মোহর ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর পর, যিনি প্রকৃত পক্ষে খাতামান্নাবীঈন ছিলেন, আমাকে নবী ও রসূল নামে অভিহিত করলে, কোন আপত্তির কথা নয় এবং এতে খাতামিয়াতের মোহরও ভাঙ্গে না। কারণ আমি বার বার বলেছি যে

واخرين منهم لما يلحقوا بهم

আয়াতানুযায়ী আমি বুরঞ্জীভাবে সেই খাতামূল আশিয়া এবং খোদা আজ হতে বিশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া (নামক পুস্তকে) আমার নাম মুহাম্মদ (সঃ) ও আহমদ (সঃ) রেখেছেন এবং আমাকে আঁ হযরত (সঃ)-এরই সত্তা নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং এভাবে আমার নবুওয়তের দ্বারা আঁ হযরত (সঃ)-এর খাতামূল আশিয়ার মর্যাদায় কোন ধাক্কা লাগে নি। কারণ ছায়া আপন মূল সত্তা হতে পৃথক নয়। যেহেতু আমি প্রতিবিশ্বরূপ মুহাম্মদ (সঃ), সুতরাং এ প্রকারে খাতামান্নাবীঈনের মোহর ভাঙ্গে নি। কারণ মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ আমি যখন বুরঞ্জীভাবে আঁ হযরত (সঃ) এবং বুরঞ্জী রঙ্গে সমস্ত মুহাম্মদী কামালাত মুহাম্মদী নবুওয়তসহ আমার প্রতিবিশ্বের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে, তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কোথা হতে আসলেন, যিনি পৃথকভাবে নবুওয়তের দাবী করলেন। ভাল কথা, যদি তোমরা আমাকে গ্রহণ না কর, তাহলে জেনে রেখ, যে প্রতিশ্রুত মাহদী রূপে ও গুণে আঁ হযরত (সঃ)-এর ন্যায় হবেন এবং তার নাম আঁ হযরত (সঃ)-এর মত হবে। অর্থাৎ নামও মুহাম্মদ (সঃ) ও আহমদ (সঃ) হবে এবং তিনি তাঁর আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত তাঁর বংশের হবেন।*

* আমার পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস হতে সাব্যস্ত হয়, আমার এক দাদী সজ্জাত ফাতেমী বংশীয় সৈয়দা ছিলেন, আঁ হযরত (সঃ)-ও এর সত্যায়ন করেছেন। স্বপ্নে তিনি আমাকে বলেছেন,

سلمان منا اهل البيت على مشرب الحسن

“সালমানু মিন্না আহ্লিল বায়তি আলা মাশরাবিল হাসানে।” এ বাক্যে আমার নাম রাখা হয়েছে সালমান; অর্থাৎ দুই সাল্‌ম বা দুই শান্তি। আরবী ভাষায় ‘সাল্‌ম’ শব্দের অর্থ শান্তি। এটা নির্ধারিত হয়েছে যে এক হ’ল অভ্যন্তরীণ শান্তি, যা অভ্যন্তরীণ হিংসা ও

কোন কোন হাদীসে আছে, “তিনি আমার মধ্য হতে হবেন।” এ গভীর ইঙ্গিত ঐ কথার দিকে যে, তিনি রূহানিয়তের দিক দিয়ে সেই নবীর মধ্য হতে বের হবেন এবং তাঁরই আত্মিক রূপের হবেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যে শব্দ সমষ্টি দ্বারা আঁ হযরত (সঃ) পরস্পরের সম্বন্ধ প্রকাশ করেছেন, এমন কি দুই জনের নাম এক রেখেছেন, সে শব্দ সমষ্টি দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আঁ হযরত (সঃ) প্রতিশ্রুত পুরুষকে স্বীয় বুরূজ বলতে চান। যশুয়া যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর বুরূজ

বিদেষকে দূর করবে; দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক শান্তি, যা বাইরের শত্রুতার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে ও ইসলামের মহিমা প্রদর্শন করে অমুসলমানদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবে। বুঝা যাচ্ছে হাদীসে যেখানে সালমানের উল্লেখ আছে সেখানে আমাকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নচেৎ সালমানের জন্য দুই প্রকার শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ায় তাঁর জন্য প্রযুক্ত হয় না। আমি খোদার নিকট হতে ওহী প্রাপ্ত হয়ে বলছি যে, আমি পারস্য বংশীয় এবং কনযুল উম্মালের হাদীস অনুসারে পারস্য বংশীয়গণও বনী ইসরাঈল এবং আহলে বায়ত (ঘরের লোক)। কাশ্ফে (অতিজ্ঞাত স্বপ্নে) হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমার মাথা তাঁর উরুদেশে রেখেছেন এবং আমায় দেখিয়েছেন যে, আমি তাঁর থেকে উদ্ভূত। এ কাশ্ফ বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিত আছে। *

* বারাহীনে আহমদীয়াতে উপরোক্ত কাশ্ফটি এভাবে লিপিবদ্ধ আছে, “উপরোক্ত ইলহামে রসূল (সঃ)-এর বংশধরদের উপর দুরূদ প্রেরণ করার যে নির্দেশ রয়েছে এর মধ্যে এ রহস্যই নিহিত আছে যে, ঐশী কল্যাণরাজি অর্জনে আহলে বায়তকে ভালবাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহুতাআলার নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হন তিনি এ সকল পাক ও পবিত্র সত্তাদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন এবং সকল জ্ঞান ও তত্ত্ব-জ্ঞানে তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে সাব্যস্ত হন। এ স্থানে একটি উজ্জ্বল দিব্য-দর্শন আমার মনে পড়ল- আর তা এই যে একবার মাগরিবের নামাযের পর জাফ্রাত অবস্থায় অল্প সময়ের জন্য নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলি যা নেশা সদৃশ্য ছিল। সে সময় এক অদ্ভুত জগত আমার সামনে প্রকাশিত হলো। প্রথমে কয়েকজন মানুষের দ্রুত চলার শব্দ পাই। যেমন দ্রুত চলা অবস্থায় জুতা ও মোজার শব্দ হয়ে থাকে। ঠিক সেই সময় অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আকর্ষণীয় ও সুন্দর চেহারার পাঁচ জন ব্যক্তি আমার সামনে আসেন। অর্থাৎ পয়গম্বরে খোদা (সঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হুসাইন (রাঃ) ও হযরত ফাতেমাতুজ্জোহরা (রাঃ)। তাদের মধ্য হতে একজন আমার যতটুকু মনে পড়ছে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অত্যন্ত স্নেহ ও মমতায় স্নেহময়ী মায়ের ন্যায় এ অধর্মের মাথা নিজ উরুতে রেখে নিলেন। এরপর আমাকে একটি কিতাব দেওয়া হলো যার সম্বন্ধে বলা হলো যে, এটা কুরআনের তফসীর, যা আলী (রাঃ) লিখেছেন এবং এখন আলী (রাঃ) এ তফসীর তোমাকে দিচ্ছেন। ফালহামদুলিল্লাহে আলা যালেকা।

(বারাহীনে আহমদীয়া ৫৭৬-৭৭ পাদ টীকা)

ছিলেন। বুরঞ্জের জন্য এটা জরুরী নয় যে, বুরঞ্জী ব্যক্তিকে মূল পুরুষের পুত্র বা পৌত্র হতে হবে। অবশ্য এটা প্রয়োজনীয় যে, রূহানীয়তের সম্বন্ধের দিক দিয়ে যিনি বুরঞ্জ হবেন, তাঁকে মূল পুরুষ হতে উদ্ভূত হতে হবে এবং আদি হতে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ এবং সম্বন্ধ থাকতে হবে।

সুতরাং বুরঞ্জ শব্দের তত্ত্ব প্রকাশের জরুরী অর্থের আলোচনা ছেড়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর বুরঞ্জ তার পৌত্র (বংশধর) হবেন ঘোষণা করে বেড়ানোর খেয়াল আঁ হযরত (সঃ)-এর মারেফতের মহিমার সম্পূর্ণ বিরোধী, কেউ বলতে পারেন কি, বুরঞ্জের জন্য পৌত্র হওয়ার আবশ্যিকতা কী? বুরঞ্জের জন্য যদি এ প্রকার সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল, তাহলে এরূপ নিম্নতর সম্পর্কের কী প্রয়োজন ছিল? পুত্র হওয়াই সম্ভব ছিল। কিন্তু আল্লাহুতাআলা আপন পবিত্র কালামে আঁ হযরত (সঃ)-কে কারও পিতা হওয়া অস্বীকার করেছেন, পক্ষান্তরে তাঁর বুরঞ্জের সংবাদ দিয়েছেন। যদি বুরঞ্জ ঠিক না হতো তাহলে

واخرين منهم لما يلحقوا بهم

আয়াতটিতে প্রতিশ্রুত পুরুষের সহচরগণকে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহাবার শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে কেন? কাজেই বুরঞ্জকে অস্বীকার করলে এ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হবে।

আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে মাহদীর সম্পর্কে যারা দৈহিক বলে মনে করেন, তাদের কেউ বলেছেন মাহদী হাসান বংশীয় হবেন, কেউ বলেছেন হুসাইন বংশীয় হবেন এবং কেউ বলেছেন আব্বাস বংশীয় হবেন। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর কেবল এ উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি সন্তানের ন্যায় তার ওয়ারীস হবেন, যথা তাঁর নামের, তাঁর গুণের, তাঁর জ্ঞানের, তাঁর আধ্যাত্মিকতার এবং সবদিক দিয়ে তিনি নিজের মধ্যে তাঁর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখাবেন। নিজের পক্ষ হতে নয়, পরন্তু সব কিছু তিনি তাঁর নিকট হতে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁরই চেহারা দেখাবেন। সুতরাং যেমন বুরঞ্জীভাবে তিনি তাঁর নাম, তাঁর গুণ, তাঁর জ্ঞান নিবেন, তেমনি তাঁর নবী উপাধিও গ্রহণ করবেন। কারণ বুরঞ্জী ছবি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ছবি সব দিক দিয়ে আপন আসলের পূর্ণতা প্রকাশ করে। সুতরাং নবুওয়ত যেহেতু নবীর মধ্যে একটি গুণ অতএব বুরঞ্জী ছবির মধ্যেও উক্ত গুণের বিকাশ হওয়া আবশ্যিক। সব নবী একথা অস্বীকার করে এসেছেন যে, বুরঞ্জী ব্যক্তি মূল ব্যক্তির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। এমন কি নাম

পর্যন্ত এক হয়ে যায়।। সুতরাং এরূপ অবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, যেমন বুরুজীভাবে মুহাম্মদ (সঃ) এবং আহমদ (সঃ) নাম রাখলে দুই মুহাম্মদ (সঃ) এবং দুই আহমদ (সঃ) হন না, তদ্রূপ বুরুজীভাবে নবী ও রসূল বললে খাতামান্নাবীঈনের মোহর ভাঙ্গে না। কারণ বুরুজী সত্তা কোন পৃথক সত্তা নয়। এরূপ হলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামের নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সব নবী একমত যে বুরুজের মধ্যে দ্বৈততা থাকে না। কারণ বুরুজের মর্যাদা নিম্ন বর্ণিত রূপ হয়ে থাকে।

من تو شدم تو من شدى من تن شدم تو جان شدى
 کس نگوءيد بعد ازیں من دیگرم تو دیگرى

মান তু শুদাম তু মান শুদি মান তান শুদাম তু জান শুদি
 কাসে না গোয়েদ বা'দ আখি মান দীগরম তু দীগরি

আমি হ'লাম তুমি, তুমি হলে আমি;
 আমি হ'লাম দেহ, তুমি হলে প্রাণ;
 পরে যেন না বলে কেউ, আমি এক তুমি অন্য।

কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করলে, খাতামান্নাবীঈনের মোহর না ভেঙ্গে তিনি পৃথিবীতে কীভাবে আসবেন? সুতরাং 'খাতামান্নাবীঈন' শব্দ এক ঐশী মোহর, যা আঁ হযরত (সঃ)-এর নবুওয়তের উপর সংযুক্ত হয়েছে। এরপর এ মোহর ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে এটা সম্ভব যে আঁ হযরত (সঃ) একবার নয়, পরন্তু হাজার বার পৃথিবীতে বুরুজী রূপে অবতীর্ণ হতে পারেন এবং বুরুজী রঙ্গে সকল গুণসহ আপন নবুওয়তকেও প্রকাশ করতে পারেন। এই বুরুজ খোদাতাআলার তরফ হতে এক নির্ধারিত পদবী ছিল। যেমন আল্লাহুতাআলা বলেছেন :

واخرين منهم لما يلحقوا بهم

নবীগণের আপন বুরুজের প্রতি আক্রোশ থাকে না। কারণ তাঁরা তাঁদের ছবি ও নকশা হয়ে থাকে। কিন্তু অপরের জন্য নিশ্চয়ই এটা আক্রোশের কারণ হয়। ভেবে দেখ, হযরত মূসা (আঃ) যখন মেরাজের রাত্রে দেখলেন যে আঁ হযরত (সঃ)

তাঁকে ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছেন, তখন কীভাবে তিনি কেঁদে কেঁদে মনের আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যে অবস্থায় খোদাতাআলা বলেন যে, তোমার পর আর কোন নবী আসবে না এবং তিনি নিজ কথার বিরুদ্ধে পুনরায় ঈসা(আঃ)কে পাঠিয়ে দেন, তাহলে এরূপ কাজ আঁ হযরত (সঃ)-এর কি পরিমাণ মনো ক্ষোভের কারণ হবে। মোট কথা, বুরঞ্জী রঙ্গের নবুওয়ত দ্বারা খতমে নবুওয়তে কোন তারতম্য ঘটে না এবং মোহরও ভাঙ্গে না। কিন্তু অন্য কোন নবী আসলে ইসলামের মূল উৎপাদিত হয়ে যায় এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর একান্ত অপমান হয় যে দাজ্জাল হত্যার বিরাট কাজ ঈসা (আঃ)-এর দ্বারা সমাধা হল এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর দ্বারা হল না এবং মহিমাবিত আয়াত-

ولكن رسول الله و خاتم النبيين

নাউযুবিল্লাহ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়। অত্র আয়াতে এক ভবিষ্যদ্বাণী গুণ্ট আছে। এটা এই যে, এরপর কেয়ামত পর্যন্ত নবুওতের উপর মোহর লেগে গেছে এবং বুরঞ্জী সত্তা ব্যতিরেকে যিনি স্বয়ং আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্তা, অন্যকারও মধ্যে এ শক্তি নেই যে খোলাখুলিভাবে নবীগণের ন্যায় খোদার নিকট হতে কোন গায়েবের জ্ঞান লাভ করে। যেহেতু সেই বুরঞ্জী মুহাম্মদ (সঃ), যিনি পূর্ব হতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আমি স্বয়ং; সুতরাং বুরঞ্জী রঙ্গের নবুওয়ত আমাকে দেওয়া হয়েছে। এখন এ নবুওয়তের মোকাবিলায় সমস্ত জগত অসহায়। কারণ নবুওয়তের উপর মোহর রয়েছে। সমস্ত মুহাম্মদী গুণে ভূষিত একজন মুহাম্মদী বুরঞ্জ শেষ যুগের জন্য নির্ধারিত ছিল। তদনুযায়ী তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এখন এ পথ ছাড়া নবুওয়তের ঝরণা হতে পানি নেওয়ার জন্য অপর কোন পথ বাকি নেই। সার কথা এ যে, বুরঞ্জী জাতীয় নবুওয়ত ও রেসালত দ্বারা খাতামিয়াতের মোহর ভাঙ্গে না এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের ধারণা, যা পক্ষান্তরে

ولكن رسول الله و خاتم النبيين

আয়াতের মিথ্যা প্রতিপাদক, এটা খাতামিয়াতের মোহরকে ভেঙ্গে দেয়। এই অপলাপ এবং বিরোধী আকীদার কুরআন শীরফে কোথাও চিহ্ন নেই। এটা সম্ভবই বা কীরূপে হতে পারে, ইহা যখন উল্লেখিত আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু এক বুরঞ্জী নবী ও রসূলের আগমন কুরআন শরীফ দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে। যেমন আয়াত-

واخرين منهم

দ্বারা প্রকাশিত। এ আয়াতের মধ্যে বর্ণনার এক সূক্ষ্মতা আছে। এটা এই যে, যে দলকে সাহাবা গণ্য করা হয়েছে তাদের উল্লেখ এতে এসেছে কিন্তু এ স্থানে উল্লেখিত বুরুজের পরিষ্কার উল্লেখ নেই, অর্থাৎ মসীহ মাওউদের, যাঁর দ্বারা ঐ সমস্ত লোক সাহাবাদের শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং যাঁদেরকে সাহাবাদের (রাঃ) ন্যায় আঁ হযরত (সঃ)-এর শিক্ষার অধীন গণ্য করা হয়েছে। এ কথা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বুরুজ হিসেবে উল্লেখিত ব্যক্তির স্বীয় কোন সত্তা নেই। এ জন্য বুরুজী নবুওয়ত এবং রেসালাত দ্বারা খাতামিয়াতের মোহর ভাঙ্গল না। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে তাঁকে অস্তিত্ববিহীনরূপে রাখা হয়েছে এবং তাঁর পরিবর্তে আঁ হযরত (সঃ)কে পেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে

انا اعطيناك الكوثر

আয়াতে এক বুরুজী পুরুষের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যার যুগে কাওসার প্রকাশিত হবে, অর্থাৎ ধর্মীয় কল্যাণরাজীর ঝরণাসমূহ প্রবহমান হবে এবং পৃথিবীতে বহুল সংখ্যায় সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে। এ আয়াতেও বাহ্যিক বংশধরের প্রয়োজনীয়তাকে তুচ্ছভাবে দেখানো হয়েছে এবং বুরুজী বংশধরের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যদিও খোদা আমাকে এ সম্মানে ভূষিত করেছেন যে, আমি ইসরাঈলি এবং ফাতেমীও, এবং উভয় বংশ হতে উত্তরাধিকার লাভ করেছি, কিন্তু আমি রুহানীয়তের সম্বন্ধকে অগ্রগণ্য করি, যা বুরুজী সম্বন্ধ। এখন আমার এ সব লেখার সারমর্ম এই, যে মুর্খ বিরুদ্ধবাদী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, এ ব্যক্তি নবী বা রসূল হবার দাবী করে। আমার এ প্রকার কোন দাবী নেই। তারা যেভাবে ধারণা করে আমি সেভাবে নবীও নই এবং রসূলও নই। তবে আমি যে ভাবে বর্ণনা করে এসেছি সেভাবে নবী এবং রসূল। সুতরাং যে ব্যক্তি দুষ্টামি করে আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনে যে, আমি (স্বতন্ত্র) নবুওয়ত এবং রেসালতের দাবী করি, সে মিথ্যাবাদী এবং এরূপ খেয়াল অপবিত্র। বুরুজী আকারে আমাকে নবী এবং রসূল করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে খোদা বারবার আমার নাম নবীউল্লাহ্ এবং রসূলুল্লাহ্ রেখেছেন; কিন্তু বুরুজীরূপে। এর মধ্যে আমার নিজস্ব সত্তা নেই, পরন্তু মুহাম্মদ (সঃ) বিরাজমান। এ কারণে আমার নাম মুহাম্মদ (সঃ) এবং আহমদ (সঃ) হয়েছে। সুতরাং নবুওয়ত এবং রেসালত অপর কারও নিকট গেল না, মুহাম্মদ (সঃ)-এর বস্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট রইল। আলায়হেস সালাতু ওয়াসালাম।